International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-VII, Issue-III, May 2021, Page No. 84–92
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v7.i3.2021.84-92

পুরুলিয়ার দেওয়ালচিত্রের ঐতিহ্য ও বৈচিত্র্যতা: একটি অধ্যয়ন

শিপ্রা ঘোষ
গবেষক, লোকসংস্কৃতি বিভাগ, (ইউ.আর.এস) কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
সুজয়কুমার মণ্ডল
সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract
Folk painting is a traditional art form in the field of folklore. Wall painting is one of the branches of folk painting. Wall painting is a common practice among the tribal and non-tribal people in different districts of West Bengal. Similarly, this painting tradition is prevalent in the district of Purulia. The subjects depicted in the wall paintings are flowers, birds, animals, geometrical motif, cartoon character etc. Though male and female both participate in wall painting but the female plays major role in it. A touch of modernity can be seen in all aspects of wall painting. Now days the aesthetics of the artists have changed which can be seen in their drawing. In this article, we have tried to highlight the tradition and variety of Purulia's wall painting.
Keywords: - Folk Painting, Wall Painting, Tradition, Variety, Motif.

ভূমিকা: পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর, পুরুলিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের বসতি অধিকভাবে দেখা যায়। সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মধ্যেই দেওয়ালচিত্রের প্রচলন সবচেয়ে বেশী। তবে পুরুলিয়া জেলায় সাঁওতাল সম্প্রদায় ছাড়াও অন্যান্য সম্প্রদায় যেমন বাউরি, সরাক, কোড়া, কামার প্রভৃতি জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে দেওয়ালচিত্র অঙ্কনের প্রচলন রয়েছে। তবে এই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দেওয়ালচিত্র অঙ্কনের সময়কাল ভিন্ন এবং সাঁওতাল ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের চিত্র অঙ্কনের মধ্যেও পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। পুরুলিয়া জেলার রঘুনাথপুর, বলরামপুর, নিতুরিয়া বাগমুন্ডি, বান্দোয়ান প্রভৃতি অঞ্চলে সাঁওতাল ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে দেওয়ালে চিত্র অঙ্কনের অধিক প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। মূলত পরবের সময় চিত্র অঙ্কন করা হয়। আর পরবের সময় বছরে একবারই এরা দেওয়ালে ছবি আঁকে। আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা পুরুলিয়া তথা মানভূম অঞ্চলের আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত দেওয়ালচিত্রের ঐতিহ্য তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

মানভুম অঞ্চলের দেওয়ালচিত্রের ঐতিহ্য: মানভূম বলতে মূলত পুরুলিয়া জেলা ও পার্শবর্তী অঞ্চলকে বোঝায়। মানভুম তথা পুরুলিয়া আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চল। তাই এই অঞ্চলে দেওয়ালচিত্র অঙ্কনের প্রচলনও বেশি। এই অঞ্চলে সাঁওতাল ছাড়াও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে দেওয়ালচিত্রের চল রয়েছে। সাঁওতালরা মূলত বাঁদনা পরবের সময়ই দেওয়ালে ছবি আঁকে কিন্তু অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে দুর্গা পূজা ও কালীপূজা উপলক্ষ্যে দেওয়ালে ছবি আঁকার প্রচলন দেখা যায়। তবে তারা দেওয়ালে আলপনা দেয়। আর আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষেরা পরবের সময় নিজেদের ঘরবাড়ি পরিস্কার করে এবং সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য দেওয়ালকে বিভিন্ন রঙের সাহায্যে চিত্রিত করে। পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর, নিতুরিয়া, বলরামপুর, হুরা, বান্দোয়ান অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে আদিবাসীদের বসবাস তাই এই সমস্ত অঞ্চলেই দেওয়ালচিত্রের প্রচলন বেশী। মানভূম অঞ্চলে রিলিফ, ফ্রেসকো-এই দুই ধরনের অঙ্কন রীতিই লক্ষ্য করা যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় রঙের ব্যবহার রয়েছে আবার কোন কোন ক্ষেত্রে রঙের ব্যবহার নেই। বাউরি, সরাক জাতির মধ্যে দেওয়ালে আলপনা দেওয়ার প্রচলন রয়েছে। এখানে দেওয়ালচিত্রে মূলত যে সমস্ত মোটিফ লক্ষ্য করা যায় সেগুলি হল: পশুপাখি, ফুল, লতাপাতা, গাছ, বিভিন্ন বস্তু ইত্যাদি। আর যে সমস্ত রঙ ব্যবহার করা হয় সেগুলি হল কালো, সবুজ, নীল, হলুদ, বেগুনী। এরা মূলত দেওয়াল বলতে দরজার চারধারে, রান্না ঘরের দেওয়ালে, বাড়িতে ঢোকার দরজার ওপরে, ঘরের ভেতরের দেওয়ালে ছবি আঁকে। এই অঞ্চলের প্রতিটি সাঁওতাল বাড়িতে খুব সুন্দর দেওয়ালচিত্র দেখতে পাওয়া যায় যার মাধ্যমে বাড়িগুলি হয়ে ওঠে অত্যন্ত মনোরম।

অঙ্কনের সময়কাল: আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে দেওয়ালচিত্র মূলত বছরে একবারই অঙ্কনের প্রচলন রয়েছে। এরা বাঁদনা পরবের সময় দেওয়ালে ছবি আঁকে। তবে পুরুলিয়ায় অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে এই পরব পালিত হয়। কোন কোন স্থানে দুর্গাপূজার পর এবং কালীপুজার প্রাক্কালে এই বাঁদনা পরব পালিত হয়। আবার কোন স্থানে পৌষ মাসে এই পরব পালন করা হয়। আবার কোন কোন স্থানে কার্তিক মাসে পুর্ণিমার সময় এই বাঁদনা পরবের প্রচলন দেখা যায়। আর আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষেরা পরবের এক বা দুমাস আগে থেকে কাজ শুরু করে দেয়। প্রথমে ঘরবাড়ি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে তারপর দেওয়াল প্রস্তুতের কাজ শুরু করে। দেওয়াল প্রস্তুত হয়ে গেলেই ছবি আঁকার কাজ শুরু করে দেয়। পরবের আগের দিন পর্যন্ত দেওয়ালে চিত্রণের কাজ চলে। সাঁওতাল ছাড়াও বাউরি, বাগদি, সরাক জাতির মধ্যেও দেওয়ালে আলপনা দেওয়ার প্রচলন রয়েছে। এরা সাধারণত দূর্গাপূজা, কালীপূজার সময় দেওয়ালে আলপনা দেয়। গোবিন্দপুরের বাউরি ও সরাক পাড়াতে গেলে প্রতিটি বাড়িতে খুব সুন্দরভাবে আলপনা দেওয়া দেখতে পাওয়া যায়।

অঙ্কন কৌশল: দেওয়ালচিত্র অঙ্কন করতে হলে সর্বাগ্রে দেওয়াল প্রস্তুত করতে হয়। আর এই দেওয়াল প্রস্তুতের কাজ সময়সাপেক্ষ বলে তারা পরবের এক বা দু মাস আগে থেকেই কাজ শুরু করে দেয়। দেওয়ালের আবার দুটি ভাগ রয়েছে। এই অঞ্চলে আদিবাসী সম্প্রদায়ের ভাষায় উপরের অংশকে বলে *প্রাচীর* এবং নীচের অংশকে বলে *পীড়হা*। উপরের এই প্রাচীর অংশেই ছবি আঁকা হয়। সরাসরি দেওয়ালে ছবি আঁকা যায় না আগে দেওয়ালকে ছবি আঁকার জন্য প্রস্তুত করা হয়। কয়েকটি ধাপে এই দেওয়াল প্রস্তুত করা হয়। দেওয়াল প্রস্তুতের জন্য যে সমস্ত মাটি লাগে সেগুলি হল কড়াচ মাটি, লাল মাটি (আরাঃ হাসা), চিটামাটি, সাদামাটি (পুর হাসা)। ধাপগুলি হল- **প্রথমত:** দেওয়ালের এবড়ো-খেবড়ো অবস্থাকে মসৃণ অবস্থায় আনতে হয়। মাটি দিয়ে অসমান জায়গাগুলি সমান করে নেওয়া হয়। **দ্বিতীয়ত:** এরপর লালমাটির প্রলেপ দেওয়া হয়। এই লালমাটির প্রলেপ প্রয়োজন অনুসারে ২বার বা ৩ বার করে দেওয়া হয়। **তৃতীয়ত:**

গোবর জল দিয়ে লেপা হয় এবং এর ওপরে সাদামটির প্রলেপ দেওয়া হয়। তবে অনেকক্ষেত্রে সাদামাটির প্রলেপ আগে দেওয়া হয় তারপর গোবর জল দিয়ে লেপা হয়। এভাবে দেওয়াল প্রস্তুত করে তারপর ছবি আঁকা হয়। পীড়হা অংশটি তৈরি করার জন্য কড়াচ মাটি, গুছাটে মাটি লাগে। কড়াচ মাটি দিয়ে পীড়হা অংশটি প্রথমে মেরামত করা হয়। এরপর গুছাটে মাটির প্রলেপ দিয়ে এবং তার ওপরে গোবর জল দিয়ে লেপা হয়। পীড়হাতে কোন ছবি আঁকা হয় না তবে কালো রং করা হয়।

পুরুলিয়ার আদিবাসী ও অআদিবাসী সমাজে তিন ধরনের দেওয়ালচিত্র লক্ষ্য করা যায়। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে রিলিফের কাজ দেখতে পাওয়া যায়। আর কিছু অঞ্চলে ফ্রেসকোর কাজ দেখা যায়। তবে সাঁওতাল সমাজে দেওয়ালচিত্রের আরেকটি ধারা দেখতে পাওয়া যায় সেটি হল নিকানো দেওয়ালে বিভিন্ন রং দিয়ে ছবি চিত্রিত করা। রঘুনাথপুর থানার শ্বেতপলাশ গ্রামে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মধ্যে রিলিফের কাজ বেশী লক্ষ্য করা যায়।

দেওয়াল প্রস্তুতির পর ছবি আঁকার কাজ শুরু হয়। যখন দেওয়াল তৈরির পর শেষ মাটির প্রলেপ দেওয়া হয় তখন কাঁচা অবস্থায় দেওয়ালে নকশা আঁকা হয়। এই নকশার ওপরই মাটি লাগিয়ে লাগিয়ে উঁচু করা হয়। তারপর নকশার বরাবর মাটিগুলি সমান করে দেয়। এই সমস্ত কাজ সাধারণত সাঁওতাল রমণীরাই করে থাকে। এটাই রিলিফের কাজ নামে পরিচিত। এরপর ওই নকশার ওপর পছন্দ মত রঙ করে। তবে সব সময় রঙের প্রয়োগ করে না। আবার যখন দেওয়াল প্রস্তুত করা হয় তখন ভিজে অবস্থায় আঙুলের সাহায্যে ফুল, লতাপাতা, ত্রিভূজাকার, অর্ধবৃত্তাকার রেখা আঁকে। একে বলা হয় ফ্রেসকো। তবে সাঁওতাল সমাজে আরেকটা ধারা লক্ষ্য করা যায়। সেটি হল দেওয়াল প্রস্তুত হওয়ার পর শুকোতে দেওয়া হয়। শুকোনোর পর বিভিন্ন রঙ দিয়ে দেওয়ালে বিভিন্ন ছবি আঁকা হয়। সাঁওতাল ছাড়া অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে রঙের পরিবর্তে চালের গুড়ো, ফুলখড়ি দিয়ে আলপনা দিতে দেখা যায়।

বিষয়বস্তু: পুরুলিয়া জেলার সমগ্র অঞ্চলেই দেওয়ালচিত্রের বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। সমস্ত ক্ষেত্রেই পদ্মফুল, লতাপাতা জাতীয় চিত্র সর্বাধিক লক্ষ্য করা যায়। এছাড়াও মাছ, পাখি, পশু ইত্যাদি ক্ষেত্রেও বিষয়বস্তুর মিল রয়েছে। ফ্রেসকো পদ্ধতিতে যে সব ছবি আঁকা হয় সেক্ষেত্রেও মিল লক্ষ্য করা যায়। এক্ষেত্রে অর্ধবৃত্তাকার ও ত্রিভূজাকার রেখার প্রাধান্যই বেশী লক্ষ্য করা যায়। তবে বর্তমানে বিভিন্ন সমাজচিত্র, অতি জনপ্রিয় কার্টুনের চরিত্রের ছবি আঁকতেও দেখা যায়। বেশীরভাগ বাড়িতে দরজার ওপরে 'জয় মা দূর্গা' লেখা পাওয়া যায়। আসলে এর মাধ্যমে তারা দেবী দুর্গাকে আহবান করে। এখানে যে যে বিষয়গুলি মূলত চিত্রের মাধ্যমে ফুটে ওঠে সেগুলি হল:

ফুল: সব জায়গায় ফুলের ছবি দেখতে পায়। ফুলের মধ্যে পদ্মফুলই অধিক পরিমাণে দেখা যায়। তবে পদ্মের মধ্যে ভাগ রয়েছে। কোনটি কুঁড়িপদ্ম, কোনটি পুরোপুরি ফুটন্ত পদ্মফুল, চারটি পাঁপড়িযুক্ত ফুল, গলাকার বৃত্তের মধ্যে কাজল লতার মত চারটি পাঁপড়িযুক্ত ফুল, পাতাসহ জবাফুল, বৃত্তাকার বহু পাঁপড়িযুক্ত ফুল দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়া সূর্যমুখী ফুলও দেখতে পাওয় যায় (চিত্র নং-১)

উদ্ভিদ: উদ্ভিদ শ্রেণির মধ্যে লতাপাতা, বিভিন্ন গাছ ইত্যাদি দেখতে পাওয়া যায়। কলা গাছ, ডাল পাতা সহ ফুল, বিভিন্ন ধরনের লতাপাতা দেখতে পাওয়া যায়। ধানের শীষের নক্সা, টবে ফুল গাছ ইত্যাদি দেখতে পাওয়া যায় (চিত্র নং-৩)।

প্রাণী: বিভিন্ন পশুপাখির ছবি লক্ষ্য করা যায়। যেমন- হাতি, ময়ূর, টিয়াপাখি, মাছ, প্রজাপতি, প্রভৃতির ছবি দেখতে পাওয়া যায় এক্ষেত্রে একটি বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যায় এরা যে সব পশু পাখির ছবি আঁকে সেগুলি জোড়ায় জোড়ায় আঁকে। যেমন- দুটি ময়ূর দুপাশে মাঝখানে কোন ফুলগাছ বা কলা গাছ আঁকে (চিত্র নং- ২,৪,৫)।

জ্যামিতিক নকশা: বিভিন্ন জ্যামিতিক নক্সার ছবি লক্ষ্য করা যায়। যেমন- যোগ রেখা, বৃত্তাকার, ত্রিভূজাকার রেখা দেখতে পাওয়া যায়। অনেক সময় বৃত্তাকার রেখা টেনে তার মধ্যে ফুল অঙ্কন করা হয় (চিত্র নং- ৬)।

চিত্র-১ উদ্ভিদকেন্দ্রিক বিষয়

চিত্র-২ প্রাণীকেন্দ্রিক বিষয়

চিত্র-৩ উদ্ভিদকেন্দ্রিক বিষয়

চিত্র-৪ প্রাণীকেন্দ্রিক বিষয়

চিত্র-৫ প্রাণীকেন্দ্রিক বিষয়

চিত্র-৬ জ্যামিতিক বিষয়

বস্তুগত বিষয়: অনেক বস্তুগত উপাদানের ছবিও অঙ্কন করতে দেখা যায়। যেমন- পেনসিল, স্তম্ভ ইত্যাদি। কিছু কিছু বাড়িতে গোটা রুল পেনসিলের মত নক্সা (চিত্র নং-৭) সমান করে সুন্দরভাবে আঁকে আবার কোথাও দেখা যাচ্ছে অপেক্ষাকৃত মোটা অর্ধেক পেনসিলের আঁকারের ছবি আঁকছে। আবার কোন কোন বাড়িতে কলসের আকারের ছবিও দেখতে পায়।

চিত্র-৭ পেন্সিলের মোটিফ **চিত্র-৮ স্তম্ভ আকারের মোটিফ**

ব্যবহৃত রঙ ও প্রস্তুতিকরণ: দেওয়ালচিত্রকলার একটি গুরুত্বপুর্ণ বিষয় হল রঙের ব্যবহার। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে রঙের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। আবার অনেকক্ষেত্রে রঙের ব্যবহার দেখা যায় না। যেমন ফ্রেসকোতে রং প্রয়োজন হয় না। মাটির যে নিজস্ব রং সেটাই ফুটে ওঠে। দেওয়ালচিত্র অঙ্কনের ক্ষেত্রে যে সমস্ত রং ব্যবহার করা হয় সেগুলি হল- লাল, সাদা, কালো, সবুজ, গোলাপী, নীল, হলুদ ইত্যাদি। দীর্ঘদিন আগে এরা নিজেরাই রং তৈরি করে নিত। কিন্তু বর্তমানে তারা রং কিনে আনে। এখনও সাদা, কালো, লাল প্রভৃতি রং নিজেরাই তৈরি করে। সাদা রং করা হয় খড়িমাটি থেকে। লাল রং করা হয় লালমাটি (আরা: হাসা) সাথে জল মিশিয়ে করা হয়। আর কালো রং অনেকভাবে করা যায়। যেমন লণ্ঠনের কালি থেকে, হাড়ির কালি থেকে, পোয়াল পুড়িয়ে আবার টায়ার পুড়িয়ে তার কালি থেকেও কালো রং প্রস্তুত করা হয়। বাঁশিডি গ্রামের প্রতিটি সাঁওতাল বাড়ির প্রাচীরের অংশের নীচের দিকটা লাল রং করা হয় এবং পীড়হা অংশে কালো রং করা হয়। অনেক বাড়িতে আবার রঙের ওপর কাঁচের প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায়। কাঁচ বিভিন্ন আকারের লক্ষ্য করা যায়। কোন কোন বাড়িতে গোল করে কাটা আবার কোন কোন বাড়িতে বরফি আকারে কেটে কাঁচ লাগানো হয়। ভিজে অবস্থাতেই কাঁচ লাগানো হয়। ফলে কাঁচগুলি দেওয়ালে আটকে যায়। এর ফলে সৌন্দর্য আরো বৃদ্ধি পায়।

নকশা ও মোটিফ: এখানে যে সমস্ত নকশা ও মোটিফ দেখা যায় সেগুলি হল:

প্রাণীজগৎকেন্দ্রিক মোটিফ: প্রাণীগজগৎকেন্দ্রিক যে সমস্ত মোটিফ দেখা যায় সেগুলি হল- ময়ুর, হাতি, মাছ ইত্যাদি (চিত্র নং-৯,১০)।

উদ্ভিদজগৎকেন্দ্রিক মোটিফ: ফুল, লতাপাতা ইত্যাদি মোটিফ দেখা যায়। যেমন পদ্মফুল, বিভিন্ন ধরনের লতার নকশা। জানলা ও দরজার চারপাশে লতানো লতাপাতা নকশা আঁকা দেখা যায় (চিত্র নং-১১)।

জ্যামিতিক নকশাকেন্দ্রিক: জ্যামিতিক আকারের নক্সা ও আঁকা হয়। ফ্রেসকোর ক্ষেত্রে জ্যামিতিক আকারের মোটিফ বেশী হয়।

কার্টুনের চরিত্র: বর্তমানে জনপ্রিয় কার্টুনের বিভিন্ন চরিত্রের চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। যেমন- ভীম, চুটকি প্রভৃতি। এগুলি দেওয়ালের ওপর রং দিয়ে আঁকা হয়।

উপরে আলোচিত মোটিফগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত হয়। সাঁওতাল ও অসাঁওতাল সমাজের বাড়ির দরজার ওপরে ও দুপাশে একপ্রকার ফল দিয়ে ফোটাফোটা নক্সা করা থাকে এবং মাঝে মাঝে সিঁদুরের ফোটাও দেওয়া থাকে। আবার প্রায় প্রতিটি সাঁওতাল বাড়ির দরজার ওপরে জয় মা দুর্গা লেখা আছে।

চিত্র-৯ হাতির মোটিফ চিত্র-১০ ময়ূরের মোটিফ চিত্র-১১ লতা মোটিফ

আঞ্চলিক বৈচিত্র্যতা: পুরুলিয়া জেলার আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত দেওয়ালচিত্রের মধ্যে অঞ্চলভেদে বৈচিত্র্যতা রয়েছে। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে এই বৈচিত্র্যতা লক্ষ্য করা যায়। স্থান বিশেষে তাদের মধ্যে দেওয়াল অঙ্কনের সময় ভিন্ন ভিন্ন। রঘুনাথপুরের শ্বেতপলাশ গ্রামে পৌষমাসে পরবের সময় ছবি আঁকা হয়। ধনীবাড়ি গ্রামে কালী পূজোর প্রাক্কালে, বলরামপুরের বান্দুডি, বাঁশিডি নামক স্থানগুলিতে আবার কার্তিক মাসের পূর্ণিমার দিন এবং বনবাঁধা নামক স্থানে মাঘ মাসে দেওয়ালে ছবি আঁকা হয়। চিত্র অঙ্কন পদ্ধতিও লক্ষ্য করার মত। কিছু কিছু স্থানে রিলিফের কাজ দেখা যায় আবার কোন কোন স্থানে ফ্রেসকোর কাজ পরিলক্ষিত হয়। শ্বেতপলাশ গ্রামে প্রতিটি বাড়িতেই রিলিফের কাজ দেখতে পেয়েছি আবার অন্যদিকে কোড়াজাতির মধ্যে ফ্রেসকোর প্রচলন রয়েছে। কোন কোন স্থানে যেমন ছোলাবেড়িয়া, বান্দুডি, বাঁশিডি, হুরা প্রভৃতি জায়গায় দেওয়ালে রং দিয়ে চিত্রণের রীতি লক্ষ্য করা যায়। রঙের ব্যবহারের ক্ষেত্রেও পার্থক্য রয়েছে। রিলিফের কাজের ক্ষেত্রে রঙের ব্যবহার খুব কম। আর ফ্রেসকোর ক্ষেত্রে মাটির নিজস্ব রঙেই যেহেতু ছবি ফুটে ওঠে তাই পৃথকভাবে রঙের প্রয়োগ দেখা যায় না। রঙীন যে সব ছবি আঁকা হয় সেক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরণের রঙের প্রয়োগ করা হয়। তবে অর্থনৈতিক কারণে রং কিনতে না পারায় ফ্রেসকো পদ্ধতিটি বেশী পরিমানে স্থান পায়। বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রেও বৈচিত্র্যতা রয়েছে। রিলিফের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক বিষয়টি বেশী স্থান পায়। যেমন- গাছ, ফুল, লতা-পাতা। ফ্রেসকোর ক্ষেত্রে ফুল আঁকা হয় তবে রেখার ক্রম আবর্তন পরিলক্ষিত হয়। এগুলি হল চিত্রের বৈচিত্র্যতা কিন্তু দেওয়ালে ছবি আঁকার পূর্বে যখন দেওয়াল প্রস্তুতির কাজ করা হয় তখনও পার্থক্য দেখা যায়। কোন কোন স্থানে কড়াচমাটি, গুছাটেমাটি, সাদামাটি ব্যবহার করা হয় কোথাও লালমাটি, সাদামাটি, গোবর জল ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন স্থানে দেওয়ালচিত্র অঙ্কনের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য থাকলেও আদিবাসী সম্প্রদায়ের মূল উদ্দেশ্য হল তাদের বাড়ির সৌন্দর্যবৃদ্ধি করা আর এই সমস্ত কাজ বাড়ির মেয়েরাই করে বিশেষ করে কিশোরীরা।

দেওয়ালচিত্র ও দেওয়াল আলপনা: লোকচিত্রকলার অন্তর্গত অন্যতম আঙ্গিক হল দেওয়ালচিত্রকলা। যদিও দেওয়ালচিত্র আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যেই মূলত প্রচলিত। কিন্তু আদিবাসী সম্প্রদায় ছাড়াও কামার, বাউরি, সরাক সম্প্রদায়ের মধ্যেও দেওয়ালে ছবি আঁকার প্রচলন দেখা যায়। পুরুলিয়ার গোবিন্দপুর গ্রামটির প্রতিটি বাড়ি সুসজ্জিত। তবে এদের মধ্যে সাঁওতালদের মত রিলিফ বা ফ্রেসকো পদ্ধতির দেওয়ালচিত্রের প্রচলন নেই। এরা দেওয়ালে আলপনা দেয়। মূলত দুর্গাপূজার সময় দেওয়ালে আলপনা দেয়। মহালয়ার পর থেকে এই আলপনা দেওয়ার কাজ শুরু হয় এবং দুর্গাপূজার ষষ্ঠী পর্যন্ত শেষ করা হয়। কালীপূজার সময়ও দরজায় আলপনা দেওয়া হয়। এই আলপনার মূল উপাদান চালের গুড়ো, ফুলখড়ি ইত্যাদি। তবে আলপনায় বিভিন্ন রঙেরও ব্যবহার করতে দেখা যায়। দুর্গাপূজা হল সবচেয়ে বড় উৎসব। তাই এই সময় ঘর বাড়ি সুন্দর দেখানোর জন্য তারা বাড়ির দেওয়ালে চালের গুঁড়ো বা কেউ কেউ খড়িমাটি দিয়ে আলপনা দেয়। আলপনার মোটিফগুলি সাধারণত একই যেমন ফুল, লতা-পাতা প্রভৃতি (চিত্র নং-১২)। তবে এই আলপনার মধ্যে আবার লাল রঙের জন্য আলতা, এছাড়া বিভিন্ন রং ও ব্যবহার করে। মা দূর্গার আগমনের জন্যই এই আলপনা দেওয়া। সাধারণত আঁকার জন্য কেনা তুলি ব্যবহার করা হয় আবার অনেকে ন্যাতা কাঠির সাথে জড়িয়ে তুলি বানিয়ে নিয়ে আলপনা দেয়। আর কালীপূজার সময় দরজার দুপাশে ও ওপরে এবং দেওয়ালে কালো কালো গোল করা রং করা হয়। তার মধ্যে এক প্রকার ফল (আঞ্চলিক ভাষায় ডাঙাডাঙি) দিয়ে সাদা

ছোপ ছোপ করা হয় (চিত্র নং-১৩)। এটি প্রায় প্রত্যেক বাড়িতেই দেখা যায়। এটি কোন বিশেষ কারণবশত নতুবা দেখতে ভালো লাগার জন্যই করে। এক্ষেত্রে যে কালো রঙ ব্যবহার করা হয় সেই রঙ টি তারা নিজেরাই তৈরী করে নেয়। রান্নার জ্বালানী হিসাবে যে গুল (আঞ্চলিক ভাষায় মলাগুঁড়ি) ব্যবহৃত হয় এক সেই গুলের সাথে জল মিশিয়ে কালো রঙ তৈরি করা হয়। বাউরি জাতির মধ্যে এই কালো রঙ দিয়ে ধারী নিকানোর প্রথা দেখতে পাওয়া যায়।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে দেওয়ালচিত্র ও অসাঁওতালদের দেওয়াল আলপনার মধ্যে সাদৃশ্য দেখা যাচ্ছে। উভয় সম্প্রদায়ই ঘরবাড়ি পরিস্কার করে ও সৌন্দর্যবৃদ্ধির জন্য দেওয়ালে ছবি আঁকে। উভয়েই দেওয়ালের নিম্নাংশে কালো করে এবং উপরে রং দিয়ে ছবি আঁকে। আবার মোটিফের ক্ষেত্রেও মিল লক্ষ্য করা যায়। যেমন পদ্মফুল, ময়ূর, লতাপাতা। সুতরাং এতদ অঞ্চলে সাঁওতাল দেওয়ালচিত্র ও অনান্য সম্প্রদায়ের দেওয়াল আলপনা মিলে মিশে গ্রামগুলি সুসজ্জিত হয়ে উঠেছে।

চিত্র- ১২ দেওয়াল আলপনা

চিত্র- ১৩ দেওয়াল আলপনা

বর্তমান অবস্থা: পুরুলিয়া জেলায় বর্তমানে দেওয়ালচিত্র অঙ্কনের চল কমে গেলেও এখনও যথেষ্ট পরমাণেই দেওয়ালে ছবি আঁকার নজির মেলে। সময়ের সাথে সাথে দেওয়ালচিত্রের অঙ্কন পদ্ধতি, রঙ, বিষয়বস্তু ইত্যাদি পরিবর্তন এসেছে ঠিকই তবে পুরোপুরি লুপ্ত হয়ে যায় নি। এখন আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার প্রাসার ঘটেছে, জীবিকা অর্জনের জন্য এখন মানুষ বাইরে বেরোচ্ছে ফলে তাদের হাতে সময় কম। যেহেতু দেওয়ালচিত্র অঙ্কন একটি সময় সাপেক্ষ কাজ তাই মানুষের হাতে সময় কম থাকার জন্য আগের মত আর বহুল পরিমাণে দেওয়ালচিত্রণের কাজ দেখা যায় না। পূর্বে তারা প্রাকৃতিক রং, তুলি ব্যবহার করত কিন্তু বর্তমানে আধুনিকীকরণের জন্য বাজার থেকে কিনে আনা রং, তুলি ব্যবহার হয়। বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন এসেছে যেহেতু দেওয়ালচিত্র অঙ্কন কিশোরীরাই বেশী করে তাই তাদের পছন্দের ফুল, নক্সা, প্রিয় কার্টুনের চরিত্র, এমনকি নকশার মধ্যে কাঁচের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সৌন্দর্য বৃদ্ধি ও উজ্জ্বলতা বাড়ানোর জন্য কাঁচের টুকরো ব্যবহার করা হচ্ছে (চিত্র নং- ১৪,১৫)। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে এতদ অঞ্চলে দেওয়ালে অঙ্কনের রীতি, শৈলীর মধ্যে পরিবর্তনের ছোঁয়া এসেছে ঠিকই কিন্তু দেওয়ালচিত্র অঙ্কনের প্রচলনে কোন ব্যাঘাত ঘটেনি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য শ্বেতপলাশগ্রামে বাদনা পরবে পাড়ায় প্রতিযোগীতা হয় যে কে কত সুন্দর দেওয়ালচিত্র অঙ্কন করেছে। সবাই সবার বাড়ির দেওয়ালচিত্র দেখতে যায়। পাড়ার যারা মোড়ল তারা এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করে এবং মোড়লরা সমস্ত বাড়ি দেখে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় স্থানাধিকারী বাড়ির নাম ঘোষণা করে এবং পুরস্কার প্রদান করে। বাকীদেরও শান্তনা পুরস্কার দেওয়া হয়। এর মধ্য দিয়ে আসলে তাদের মধ্যে দেওয়ালচিত্র অঙ্কনের জন্য উৎসাহ প্রদান করা হয়। তাই

বলা যায় বর্তমানে আধুনিকতা ও নগরায়নের জন্য কিছু পরিবর্তন ঘটলেও দেওয়ালচিত্র বিলুপ্ত হয়ে যাবে না।

চিত্র-১৪ কাঁচ লাগানো লতাপাতার মোটিফ

চিত্র-১৫ কাঁচ লাগানো গাণিতিক মোটিফ

উপসংহার: আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চল হল পুরুলিয়া। এখানে বহুস্থানে আদিবাসী সম্প্রদায়ের বসবাস রয়েছে। আর এই সম্প্রদায়ের মূল উৎসব হল বাঁদনা পরব এবং এই পরব উপলক্ষ্যে ঘরবাড়ি সুসজ্জিত করা অর্থাৎ দেওয়ালচিত্র অঙ্কন করা হয়। এতদ অঞ্চলে বিভিন্ন স্থানে বসবাসকারী সম্প্রদায় বিভিন্ন সময় দেওয়ালে ছবি আঁকে আবার তাদের ছবি আঁকার কৌশল ও ভিন্ন ভিন্ন। মূলত এর মধ্য দিয়ে তারা তাদের দেবী আহ্বান করে এবং নিজেদের দৈনন্দিন জীবনের ঘটনায় প্রতিফলন ঘটায়। তারা যে সমস্ত বিষয়গুলি চিত্র অঙ্কনের জন্য বেছে নেয় সেগুলি হল – উদ্ভিদ, প্রাণী, জ্যামিতিক নক্সা, বিভিন্ন চরিত্র, ফুল, লতাপাতা ইত্যাদি। এই অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে দেওয়ালচিত্র অঙ্কনের পদ্ধতি, উপাদান, বিষয়বস্তু , অঙ্কনের সময়কাল ইত্যাদি বিষয়ের মধ্যে বৈচিত্র্যতা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু সবস্থানে চিত্র অঙ্কনের মোটিফগুলির সাদৃশ্য রয়েছে। পদ্মফুল, হাতি, ময়র, লতাপাতা ইত্যাদির চিত্র প্রায় সবস্থানে নজরে আসে। তবে এই অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি রুক্ষ। এখানে মানুষজন এত দরিদ্র যে তাদের তিন বেলা খাবার জোটে না। তাই দেওয়ালে ছবি রং করার জন্য রং কিনে আনার পয়সাও তাদের কাছে থাকে না। যে কারণে তাদের দেওয়ালচিত্র অঙ্কনের ধরনণগুলিও ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির এই প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে উপরিক্ত বিষয়গুলিই ফুটে উঠেছে। এর মধ্য দিয়ে পুরুলিয়ার দেওয়ালচিত্রের রীতি, শৈলী, অঞ্চলিক বৈচিত্র্যতা ফুটে উঠেছে। তবে বর্তমানে আধুনিকীকরণের প্রভাবে দেওয়ালচিত্র অঙ্কনের ক্ষেত্রে আরও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

গ্রন্থপঞ্জী:

কর, তপন, *অসামান্য মানভূম*, কলকাতা: পারুল প্রকাশনী, ১৯৯৪।
ঘোষ, দীপঙ্কর (সম্পাঃ), *বঙ্গীয় শিল্প পরিচয়,* কলকাতা:লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি, ১৯৯৯।
ঘোষ, নির্ম্মলকুমার. *ভারতশিল্প*, কলকাতা: ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়, ১৯৭৩।
ঘোষ, প্রদ্যোৎ, *বাংলার লোকশিল্প,* কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ২০০৪।
চক্রবর্তী, বরুণকুমার(সম্পা.), *বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ*, কলকাতা: অপর্না বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, ১৯৯৫।
চক্রবর্তী, বরুণকুমার(সম্পা.), *লোকজশিল্প*, কলকাতা:পারুল প্রকাশনী, ২০১১।

চৌধুরী, দুলাল(সম্পা.), *বাংলার লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ* (সম্পা.), কলকাতা: আকাদেমি অব ফোকলোর, ২০০৪।
ভট্টাচার্য, অশোক, *বাংলার চিত্রকলা,* কলকাতা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৪।
মজুমদার, রবীন্দ্র, *বাংলার লোকশিল্প*, কলকাতা: রত্নসাগর গ্রন্থমালা, ১৩৬৩।
মন্ডল, সুজয়কুমার, *লোকশিল্প: তাত্ত্বিক প্রেক্ষিত,* কলকাতা: নটনমকোলকাতা, ২০১১।
রায়, তপন, *ভারতের লোকসংস্কৃতি তুলনামূলক বিশ্লেষণ*, কলকাতা: অঞ্জলী পাবলিশার্স, ২০১০।
সাঁতরা, তারাপদ, *পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্প ও শিল্পীসমাজ,* কলকাতা: লোকসংস্কৃতি আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, ২০০০।

তথ্যদাতা:

১ ঠাকুরমণি মাণ্ডি (৫৫), শ্বেতপলাশ, চেলিয়ামা, পুরুলিয়া, ক্ষেত্রসমীক্ষা, ২৯/১০/২০১৭
২ ধরম হাজদা (৫০), শ্বেতপলাশ, চেলিয়ামা, পুরুলিয়া, ক্ষেত্রসমীক্ষা, ২৯/১০/২০১৭,
৩. প্রথম সরেন (৪২), শ্বেতপলাশ, চেলিয়ামা, পুরুলিয়া, ক্ষেত্রসমীক্ষা, ২৯/১০/২০১৭
৪. চম্পা বাগদি (৪০), বাগদিপাড়া, চেলিয়ামা, পুরুলিয়া, ক্ষেত্রসমীক্ষা, ২৯/১০/২০১৭
৫. সরস্বতী মুদি (১৪), ধনীবাড়ি, নিতুরিয়া, পুরুলিয়া, ক্ষেত্রসমীক্ষা, ২৯/১০/২০১৭
৬. লক্ষী বাসকে (১৩), ধনীবাড়ি, নিতুরিয়া, পুরুলিয়া, ক্ষেত্রসমীক্ষা, ২৯/১০/২০১৭
৭. চাঁদমনি হেমরম (৩৫), ছোলাবেড়িয়া, নিতুরিয়া, পুরুলিয়া, ক্ষেত্রসমীক্ষা, ২৯/১০/২০১৭
৮. দুলালী বাসকে (৫০), ছোলাবেড়িয়া, নিতুরিয়া, পুরুলিয়া, ক্ষেত্রসমীক্ষা, ২৯/১০/২০১৭
৯. নানারাম হাঁসদা (৩৫), ছোলাবেড়িয়া, নিতুরিয়া, পুরুলিয়া, ক্ষেত্রসমীক্ষা, ২৯/১০/২০১৭
১০. তনুশ্রী মাঝি (৩৫), সরাকপাড়া, গোবিন্দপুর, রঘুনাথপুর পুরুলিয়া, ক্ষেত্রসমীক্ষা, ৩০/১০/২০১৭
১১. গীতা মাঝি (৩৫), সরাকপাড়া, গোবিন্দপুর, রঘুনাথপুর পুরুলিয়া, ক্ষেত্রসমীক্ষা, ৩০/১০/২০১৭
১২. শিখা মাঝি (৩৫), সরাকপাড়া, গোবিন্দপুর, রঘুনাথপুর পুরুলিয়া, ক্ষেত্রসমীক্ষা, ৩০/১০/২০১৭
১৩. মনি বাউরি (৩৫), বাউরিপাড়া, গোবিন্দপুর, রঘুনাথপুর পুরুলিয়া, ক্ষেত্রসমীক্ষা, ৩০/১০/২০১৭
১৪. সুন্দরী মাণ্ডি (২০), বাঁশিডি, বলরামপুর, পুরুলিয়া, ক্ষেত্রসমীক্ষা, ০১/১১/২০১৭
১৫. ডাক্তারী মাণ্ডি (১৫), বাঁশিডি, বলরামপুর, পুরুলিয়া, ক্ষেত্রসমীক্ষা, ০১/১১/২০১৭
১৭. সমণি মাণ্ডি (২০), বাঁশিডি, বলরামপু পুরুলিয়া, ক্ষেত্রসমীক্ষা, ০১/১১/২০১৭
১৮. রিতা মাণ্ডি (১৫), বাঁশিডি, বলরামপুর, পুরুলিয়া, ক্ষেত্রসমীক্ষা, ০১/১১/২০১৭
১৯. মুগোলি টুডু (১৫), বাঁশিডি, বলরামপুর, পুরুলিয়া, ক্ষেত্রসমীক্ষা, ০১/১১/২০১৭
২০. ভানুমতী টুডু (১৫), বান্দুডি, বাগমুণ্ডি, পুরুলিয়া, ক্ষেত্রসমীক্ষা, ০১/১১/২০১৭